গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও সংসদ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

বিষয়: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অগ্রগতির বিষয়ক সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব সাবিহা পারভীন, অতিরিক্ত সচিব ও এপিএ টিম লিডার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৫ নভেম্বর ২০২১, সকাল ১১.০০ টা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
উপস্থিতি	:	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি (পতাকা-ক), দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আতাউর রহমানকে অনুরোধ জানান। জনাব মোঃ আতাউর রহমান সভাকে অবহিত করেন যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সময়সীমা ইতঃমধ্যে ০৫ মাস অতিবাহিত হতে চলছে। প্রথম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি আশানুরূপ নয়। জানুয়ারি ২০২২ এর প্রথমার্ধে অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যেন আশানুরূপ হয় সে বিষয়ে সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে। অতঃপর তিনি মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র কার্যক্রম এবং বর্তমান অগ্রগতি ক্রমান্বয়ে উপস্থাপন করেন।

সভাপতি কয়েকটি কার্যক্রমের অগ্রগতির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণের নিকট জানতে চান। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ তাদের অগ্রগতি তুলে ধরেন ও বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি এপিএ'র যে সকল কার্যক্রমে আশানুরূপ অগ্রগতি নেই সে সকল কার্যক্রমে আরো মনোযোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানান, এছাড়া দপ্তর/সংস্থার এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম বাস্তবায়নের অসুবিধার সম্মুখীন হলে মন্ত্রণালয়ের এপিএ টিম সর্বদা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান।

সভাপতি এপিএ'র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ই-গভর্ন্যান্স, অভিযোগ প্রতিকার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের নিকট জানতে চান। সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ ক্রমান্বয়ে তাদের অগ্রগতি তুলে ধরেন।

সভার আলোচ্যসূচি এসডিজি বিষয়ে সভাপতি বলেন যে ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। ২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই অভীষ্ট ও এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের বিষয়টি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সমন্বিত করেছে। বর্তমানে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অভীষ্ট-১১ এর আওতায় লক্ষ্যমাত্রা ১১.৪-এর বিষয়ে নেতৃত্ব (Lead) প্রদানকারী মন্ত্রণালয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসডিজি-এর অভীষ্ট ১১ হচ্ছে "Sustainable cities and communities" এবং এর লক্ষ্যমাত্রা ১১.৪ হচ্ছে "বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করা" (Strengthen efforts to protect and safeguard the world's cultural and natural heritage)।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, জাতীয় জাদুঘর, লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য কতিপয় বিষয় যেমন এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এতদ্‌বিষয়ে প্রদত্ত আর্থিক সহায়তা যেমন-এশিয়াটিক সোসাইটি, অগ্রসর বিক্রমপুর, ঐতিহ্য অন্বেষণ ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কিন্তু সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রচেষ্টা জোরদার করার জন্য কি পরিমাণ ব্যয় করেছে

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য:

তা সরকারের নিকট সঠিক তথ্য নেই। সুতরাং এতদ্‌বিষয়ে কি পরিমাণ ব্যয় হয় তার তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ জানান। এছাড়া তিনি আরো বলেন যে এসডিজির বিষয়ে খুব শিঘ্রই একটি কর্মশালা আয়োজন করা প্রয়োজন।

বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

১। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বইমেলা আয়োজনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং মেলাগুলো মনিটরিং ও পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২। গবেষণা বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা (১.৫ কোটি টাকা) অনুযায়ী অতিদ্রুত অনুদান প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমসাময়িক বিষয়ে) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪। সৃজনশীল কাজের স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য লক্ষ্যমাত্রা (৩টি) অনুযায়ী টাস্কফোর্স পরিচালনা করতে হবে।

৫। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বই সংগ্রহের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

৬। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মনীষী/গুণীজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ ও বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

৭। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক কে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের নিয়ে কমপক্ষে ৭টি করে অনুষ্ঠানের তালিকা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং যথাসময়ে অনুষ্ঠান করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৮। প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা উৎখনন, সংস্কার ও সংরক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে।

৯। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন, চিত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

১০। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আরকাইভাল নথিপত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থাকে পত্র প্রেরণ করে অনুরোধ করতে হবে।

১১। খুব শিঘ্রই দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে এসডিজি'র বিষয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করেত হবে।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(সাবিহা পারভীন)
অতিরিক্ত সচিব
ও
এপিএ টিম লিডার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়